

# দানয়িলেরে বই - নম্বর একশ একাত্তর

ভূরাজনতৈকি দাবাখলো: ভ্যাটকান, কমউনজিম এবং বশ্বিশাসনরে সন্ধান

Jeff Pippenger

2024-04-01

দসি ব্লাড-এর কীস: পোপ জন পল দ্বিতীয়, মখাইল গরবাচভে, এবং পুঁজবিদী পাশ্চাত্যরে মধ্যে বশ্বি-আধপিত্যরে সংগ্রাম শীর্ষক গ্রন্থটি মালাখি মার্টিনি রচনা করছিলেন, এবং এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। মার্টিনি বংশ শতাব্দীর পরবর্তী অর্ধে বৈশ্বিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে এক রূপান্তরমূলক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পোপ জন পল দ্বিতীয়ের ভূমিকা পরীক্ষা করেন। তিনি পূর্ব ইউরোপে কমউনজিমের পতনে পোপের ভূমিকা আলোচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৮৯ সালে অন্তিমিকালে দানয়িলে ১১ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদে পরিপূর্ণতা সাধন ঘটিয়েছিলি যে গতশীলতাগুলি, তার একটা ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে।

মার্টিনি মখাইল গরবাচভেরে নতৃত্বাধীন সোভিয়েতে ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ গতশীলতা বিশ্লেষণ করেন, বিশেষভাবে গরবাচভেরে "গ্লাসনসত" (উন্মুক্ততা) ও "পেরেসত্রোইকা" (পুনর্গঠন) নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে। তিনি সোভিয়েতে ইউনিয়নের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলো এবং কমউনিস্ট ব্যবস্থাকে সংস্কার করার গরবাচভেরে প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সোভিয়েতে ইউনিয়ন (দক্ষিণের রাজা-ড্রাগন), ক্যাথলিক চার্চ (উত্তরের রাজা-পশু), এবং যাকে তিনি পুঁজবিদী পশ্চিম বলেন (উত্তরের রাজার প্রক্সি বাহিনী-মথিয়া নবী)—এদের মধ্যে ভূরাজনতৈকি উত্তেজনা ও ক্রমতার লড়াই অনুসন্ধান করেন। তিনি আদর্শগত সংঘাত, গুপ্তচরবৃত্তি ও গোপন অভিযান—যগুলো শীতল যুদ্ধের যুগকে চহ্নিতি করছিলি—এসব নিয়ে আলোচনা করেন এবং বশ্বিরে ভবিষ্যৎ গঠনে বিভিন্ন পক্ষের প্রচেষ্টা পর্যালোচনা করেন।

মার্টিনি বশ্বি রাজনীতি ও কূটনীতিতে একটা শক্ত হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মের গুরুত্বকে জোর দিয়ে তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেন যে পোপ জন পল দ্বিতীয়ের নতৃত্বকে ক্যাথলিক চার্চ এ সময়ে ইতিহাসের গতপিথ রূপায়ণে এবং শীতল যুদ্ধের ফলাফলে প্রভাব ফেলেতে নরিণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি পর্তুগালের ফাতমায় মারায়ার আবির্ভাবের প্রক্শাপটে জন পল দ্বিতীয়ের প্রভাবকে দেখেন এবং ফাতমার প্রভাব বশ্বি ঘটনাবলীর ওপর ও ইতিহাসের গতপিথ রূপায়ণে ক্যাথলিক চার্চের ভূমিকাকে চহ্নিতি করেন। মার্টিনির মতে, ফাতমার ঘটনাবলির গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ও ভূরাজনতৈকি তাৎপর্য রয়েছে, বিশেষত শীতল যুদ্ধের যুগের প্রক্শাপটে।

মার্টিনি ফাতমার তিনটি গোপন বিষয় অনুসন্ধান করেন, যা কথিত আছে ১৯১৭ সালে ফাতমায় কুমারী মেরে তিনজন অল্পবয়সী মেষপালক শিশুকে প্রকাশ করছিলেন। তিনি মনে করেন যে তৃতীয় গোপনটি, যা শুরুতে ভ্যাটকান গোপন রাখা ছিলি এবং মাত্র ২০০০ সালে প্রকাশ করে, ক্যাথলিক চার্চ ও বশ্বিরে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রলয়সংক্রান্ত সতর্কবার্তা অন্তর্ভুক্ত করছিলি। মার্টিনি যুক্তি দেন যে ফাতমার ঘটনাবলি—কুমারী মেরের আবির্ভাব এবং তাঁর বাণীসহ—বশ্বি রাজনীতি এবং শীতল যুদ্ধের যুগে সাম্যবাদ ও পুঁজবিদদের মধ্যে সংগ্রামের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিলি।

মার্টিনি ফাতমির ভবষ্টিদ্বাণীগুলির পূরণে পোপ জন পল দ্বিতীয়কে একজন মুখ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি ইগুগতি দনে যে জন পল দ্বিতীয় নিজেকে ফাতমির তৃতীয় রহস্যে উল্লেখিত "সাদা পোশাকের বশিপ" হিসেবে দেখতেন এবং তাঁর পোপত্বকে অশুভ শক্তির মোকাবলি ও ক্যাথলিকি চার্চের ভেতরে এবং বৃহত্তর সমাজে আধ্যাত্মিকি নবীকরণকে উৎসাহিত করার এক মশিন হিসেবে বিবেচনা করতেন।

মার্টিনির মতে, ফাতমির বার্তাগুলি আধ্যাত্মিকি যুদ্ধের গুরুত্ব এবং চার্চের ভেতরে ও বাইরে বরিজমান অশুভ শক্তির মোকাবলি ক্যাথলিকি চার্চের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেলি। তিনি যুক্তি দনে যে ফাতমির ঘটনাবলি আধুনিকি বশিবে মানবতার সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলোকে বোঝা ও মোকাবলি করার জন্য একটি আধ্যাত্মিকি ও নৈতিক কাঠামো প্রদান করছেলি। ফাতমির বার্তাগুলি এমন এক শয়তানি বার্তার প্রতিনিধিত্ব করে, যা শগিগরিই আসতে থাকা রববারের আইনরে সময়ে শয়তান যখন 'খ্রিস্ট সজে উঠবে', তখন তাকে খ্রিস্ট হিসেবে গ্রহণ করতে ক্যাথলিকি ধর্মকে শর্তায়তি করে।

শয়তান পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষদের প্রতারতি করতে অলৌকিকি কীর্তি প্রদর্শন করবে। আধ্যাত্মবাদ তার কাজ করবে মৃতদের ছদ্মরূপে উপস্থিতির মাধ্যমে। যে সব ধর্মীয় সংঘ ঈশ্বরের সতর্কবার্তা শুনতে অস্বীকার করবে, তারা প্রবল প্রতারণার অধীনে পড়বে এবং সন্তদের নস্পীড়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকর্মতার সঙগে যোগ দবে। প্রোটস্টেট্যান্ট গরিজাগুলি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারী জনগণের উপর নরিযাতনে পোপতন্ত্রকি কর্মতার সঙগে ঐক্যবদ্ধ হবে। এটাই সেই শক্তি, যা মানুষের বিবেকের উপর আধ্যাত্মিকি স্ববৈচার চালাবে এমন মহা নরিযাতনব্যবস্থা গঠন করে।

'তার মেষশাবকের মতো দুটি শিং ছিল, এবং সে ডরাগনের মতো কথা বলত।' ঈশ্বরের মেষশাবকের অনুসারী বলে স্বীকার করলেও, মানুষ ডরাগনের আত্মায় আবিষ্টি হয়ে পড়ে। তারা নিজদেরে নম্র ও বনিয়ী বলে দাবি করে, কিন্তু শয়তানের আত্মা নিয়ে কথা বলে এবং আইন প্রণয়ন করে; তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে তারা যা দাবি করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মেষশাবকের মতো শক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে এবং যশি খ্রিস্টের সাক্ষ্য ধারণ করে এমনদেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ডরাগনের সঙগে ঐক্যবদ্ধ হয়। আর শয়তান প্রোটস্টেট্যান্ট ও পোপানুগামীদের সঙগে ঐক্যবদ্ধ হয়; এই বশিবে ঈশ্বরের মতো তাদের সঙগে একযোগে কাজ করে, মানুষকে নরিদশে দিয়ে যনে তারা তার রাজ্যের প্রজা—যাতে সে ইচ্ছমেতো তাদেরকে ব্যবহার, শাসন ও নরিযন্ত্রণ করতে পারে।

যদি মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহকে পদদলতি করতে সম্মত না হয়, তবে ডরাগনের আত্মা প্রকাশ পায়। তাদের কারারুদ্ধ করা হয়, পরষিদগুলোর সামনে হাজরি করা হয়, এবং জরিমানা করা হয়। 'সে সকলকেই—কষুদ্র ও বৃহৎ, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস—তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করে' [প্রকাশতি বাক্য 13:16]। 'সে পশুর মূর্তকি পূরণ দতি কর্মতা পলে, যাতে পশুর মূর্তকি কথা বলতে পারে এবং যারা পশুর মূর্তকি উপাসনা করবে না, তাদের নহিত করা হয়' [পদ 15]। এইভাবে শয়তান যহিবোর বশিষোধকির আত্মসাৎ করে। পাপরে মানুষ ঈশ্বরের আসনে বসে, নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে, এবং ঈশ্বরের উর্ধ্বে আচরণ করে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রলিজিসে, খণ্ড ১৪, ১৬২।

খ্রিস্টবরোধী রোমের পোপ ও শয়তান, উভয়েরই প্রতীক, কারণ রোমের পোপ শয়তানের পার্থবি প্রতিনিধি। "এইভাবে শয়তান যহিবোর বশিষোধকির দখল করে। পাপরে মানুষ ঈশ্বরের আসনে বসে, নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে, এবং ঈশ্বরের উর্ধ্বে আচরণ

করে।" শয়তানরে উদ্দেশ্য হলো, সে যখন নযিন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তখন পৃথিবীকে এমনভাবে নযিন্ত্রণ করবে যে সে মানুষকে "যনে তারা তার রাজ্যেরে প্রজা, যাদরেক সে নজিরে ইচ্ছামতো পরচালতি, শাসতি ও নযিন্ত্রতি করতে পারে" এমনভাবে নরিদশে দবে। যখন থেকে শাসন করতে পারে এমন একটা ধর্মীয় সংহাসন পাওয়ার জন্য সে ক্যাথলিকি চার্চ সৃষ্টি করেছে, এবং যখন থেকে শাসন করতে পারে এমন একটা রাজনৈতিক সংহাসন পাওয়ার জন্য সে জাতসিংঘ সৃষ্টি করেছে।

পৌত্তলিকতা ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে এই আপসের ফলে ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ববাণী করা 'পাপের মানুষ'-এর বিকাশ ঘটল—যনি ঈশ্বররে বরিোধতি করেনে এবং নজিকে ঈশ্বররে উর্ধ্বে উন্নীত করেনে। সেই মথিয়া ধর্মেরে বরিট ব্যবস্থা শয়তানরে কষমতার এক অনন্য কীর্তি—তার সেই প্রচেষ্টার এক স্মারক, যার মাধ্যমে সে সংহাসনে বসে নজিরে ইচ্ছামতো পৃথিবী শাসন করতে চায়। দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৫০।

ফাতমির অলৌকিকি ঘটনা এবং তার শয়তানি ভবিষ্যদ্বাণীই সেই উপায়, যা শয়তান ব্যবহার করেছে এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপ্লিকেশতি প্রস্তুত করতে, যাতে সে আবর্ভিত হয়ে খ্রিস্টিরে ছদ্মবশে ধারণ করলে ক্যাথলিকিধর্ম দ্রুত তাদেরে গরিজাকে তার নযিন্ত্রণে সমর্পণ করতে পারে। তার খ্রিস্টিরে ছদ্মবশে ধারণ করা শগিগরি আসন্ন রোববারেরে আইনরে সময় শুরু হবে, যা দানয়িলে গ্রন্থরে একাদশ অধ্যায়েরে ১৬, ২২, ৩১ ও ৪১ পদে উপস্থাপতি হয়েছে।

"ঈশ্বররে আইনরে লঙ্ঘন করে পাপাসরি প্রতষ্ঠাকে বলবৎকারী ফরমানরে দ্বারা, আমাদেরে জাতিনজিকে ধার্মকিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বচিছন্ন করবে। যখন প্রোটস্টেট্যান্টবাদ সেই ব্যবধানরে ওপারে তার হাত বাড়য়ি রোমীয় কষমতার হাত ধরবে, যখন সে অতল গহ্বররে ওপারে পৌছে আত্মবাদ-এর সঙুগে করমর্দন করবে, যখন এই ত্রবিধি সংযুক্তরি প্রভাবে আমাদেরে দেশে প্রোটস্টেট্যান্ট ও প্রজাতান্তরিকি সরকার হসিবে তার সংবধিনরে প্রতটি নীতি অস্বীকার করবে, এবং পাপীয় মথিয়াচার ও বিভিন্নসমূহরে প্রসাররে জন্য ব্যবস্থা করবে, তখন আমরা জানতে পারব যে শয়তানরে বস্ময়কর কার্যসাধনরে সময় এসে গেছে এবং শেষে সন্নকিটে।" Testimonies, volume 5, 451.

যুক্তরাষ্টরে রববারেরে আইন এলে, "শয়তানরে বস্ময়কর কার্যকলাপরে সময় এসে গেছে।" প্রকাশতি বাক্য তরেো অধ্যায়েরে একাদশ পদে, যুক্তরাষ্টরে ডরাগনরে মতো "কথা বলে", এবং তারপর ত্রয়োদশ পদে—যা কবেল দখোয় যে যুক্তরাষ্টরে "কথা বলে", অর্থাৎ রববারেরে আইন পাশ করে, তখন কী ঘটে—শয়তানকে স্বর্গ থেকে আগুন নামাতে আহ্বান জানাতে দখো যায়।

"ঈশ্বররে দাসরো, তাদেরে মুখমণ্ডল পবতির সমর্পণরে দীপ্ততি আলোকতি ও উজ্জ্বল হয়ে, স্বর্গীয় বার্তা ঘোষণা করতে স্থান থেকে স্থানে ধাবতি হবে। হাজারো কণ্ঠে, সারা পৃথিবী জুড়ে, সতর্কবার্তা দেওয়া হবে। অলৌকিকি কাজ সংঘটিতি হবে, রোগীরা আরোগ্য লাভ করবে, এবং চহ্ন ও আশ্চর্যকর্ম বশ্বাসীদরে অনুসরণ করবে। শয়তানও কাজ করে, প্রতারণামূলক আশ্চর্যকর্ম দ্বারা, এমনকি মানুষরে চোখরে সামনে স্বর্গ থেকে আগুন নাময়ি আনে। প্রকাশতি বাক্য ১৩:১৩। এইভাবে পৃথিবীর অধবাসীরা নজিদরে পক্ষ গ্রহণ করতে প্রণোদতি হবে।" দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৬১১, ৬১২।

ফাতমির বার্তাগুলি এমন এক অলৌকিকি ঘটনার দ্বারা নশ্চিতি করা হয়েছিলি, যার সাক্ষ্য দয়িছিলি সেই নাস্তিকি সরকার-নযিন্ত্রতি সংবাদপত্রসমূহ, যারা ঘটনাস্থলে উপস্থতি

হয়ছিল এই উদ্দেশ্যে যে, মে মাস থেকে ১৯১৭ সালের ১৩ অক্টোবর অলৌকিক ঘটনা পর্যন্ত প্রতি মাসে ত্রয়োদশ দিনে তথাকথিত কুমারী মরিয়ম তনি শশুর কাছ আবির্ভূত হয়েছে—এই দাবীগুলিকে খণ্ডন করবে। অলৌকিক ঘটনার সময় ফাতমা উপস্থিতি প্রত্যেকে নাস্তিক সংবাদ-সংস্থা ঘটনাটিকে নিশ্চিত করছিল। এটি ছিল এক প্রকৃত অলৌকিক ঘটনা (শয়তান)।

যমেন ম্যালাচি মার্টিনি তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, পোপ জন পল ফাতমার মরিয়মের প্রতি তাঁর ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হতেন। ফাতমার গোপন ভবিষ্যদ্বাণী, যা ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, তা অবশ্যই একটি শয়তানি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, কিন্তু শেষে কালে যিশু প্রথম দিনগুলোর পুনরাবৃত্ত ঘটনা। বাইবেলের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ, মূসা যে প্রথম গ্রন্থটি লিখেছিলেন, সেটি ইয়োবের গ্রন্থ; এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ইয়োব এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে প্রতিনিধিত্ব করেন, কারণ সব ভবিষ্যদ্বাণী শেষে কালে সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ হয়। ইয়োবের কাহিনীতে, ইয়োবকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শয়তানকে ইয়োবের ওপর মৃত্যু ও ধ্বংস আনতে অনুমতি দেওয়া হয়। শেষে কালে শয়তানকে যে অলৌকিক কাজগুলি করতে অনুমতি দেওয়া হবে, সেগুলো প্রকৃত অলৌকিক ঘটনা। সেগুলো শয়তানি অলৌকিক কাজ, কিন্তু ঈশ্বরের শয়তানকে তার সর্বোচ্চ কাজ সম্পন্ন করতে অনুমতি দিয়েছেন, একই উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যে তিনি শয়তানকে ইয়োবকে পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন।

অনেকেই মিডিয়ামের পক্ষ থেকে প্রতারণা ও হাতসাফাই বলে ধরে নিয়ে আধ্যাত্মিক প্রকাশগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতারণার ফলকে অনেকে সময় আসল প্রকাশ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে—এটি সত্য হলেও, অতপিরাকৃত শক্তির সুস্পষ্ট প্রদর্শনও ঘটছে। যে রহস্যময় টোকা-তাকরে মাধ্যমে আধুনিক আত্মবাদ শুরু হয়েছিল, তা মানবীয় কৌশল বা ধ্বংসের ফল নয়; বরং তা ছিল দুষ্টি স্বর্গদূতদের সরাসরি কাজ, যারা এভাবেই আত্ম-নাশক ভ্রান্তিগুলির মধ্যে অন্যতম সফল একটি ভ্রান্তি প্রবর্তন করছিল। অনেকেই ফাঁদে পড়বে এই বিশ্বাসে যে আত্মবাদ কেবল মানবীয় প্রতারণা মাত্র; যখন তারা এমন প্রকাশের মুখোমুখি হবে সেগুলোকে অতপিরাকৃত ছাড়া আর কিছু বলে মানতে পারবে না, তখন তারা প্রতারণা হবে এবং সেগুলোকে ঈশ্বরের মহাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে প্ররোচিত হবে।

এই ব্যক্তির শাস্ত্রে শয়তান ও তার প্রতিনিধিদের দ্বারা সম্পাদিত আশ্চর্য কাজসমূহ সম্পর্কে যে সাক্ষ্য রয়েছে তা উপেক্ষা করেন। শয়তানী সহায়তায় ফারাওয়ার জাদুকররা ঈশ্বরের কাজের নকল করতে সক্ষম হয়েছিল। পৌল সাক্ষ্য দেন যে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের আগে এ রকম শয়তানী শক্তির প্রকাশ থাকবে। প্রভুর আগমনের পূর্বে থাকবে 'সকল শক্তি ও চিহ্ন এবং মথিয়া আশ্চর্য দ্বারা, এবং অধার্মিকতার সমস্ত ছলনায় শয়তানের কার্য।' 2 Thessalonians 2:9,10। আর পরেই যোহন, শেষে দিনে যে অলৌকিক কার্যশক্তি প্রকাশ পাবে তা বর্ণনা করে বলেন: 'সে মহা আশ্চর্য করে, এমনকি মানুষের দৃষ্টিতে স্বর্গ থেকে আগুনকে পৃথিবীতে নামায়; এবং যে অলৌকিক কাজগুলি করার ক্ষমতা তার ছিল, সেগুলোর দ্বারা পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের প্রতারণা করে।' Revelation 13:13, 14। এখানে নছিক ভণ্ডামির কথা পূর্বভাষ্যে দেওয়া হয়নি। মানুষ প্রতারণা হয় সেই অলৌকিক কাজগুলোর দ্বারা যা শয়তানের প্রতিনিধি করাতে সক্ষম, না যে কাজগুলো তারা করার ভান করে। মহাসংঘর্ষ, ৫৫৩।

মালাকি মার্টিনির বইয়ে ফাতমার বার্তাগুলোকে ক্যাথলিক ধর্মের শেষে দিনগুলোর এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামো হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা গরিজার ভেতরে এক

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববরে সঙ্গে সম্পর্কিত—যা কখনও 'ভাল পোপ বনাম খারাপ পোপ', কখনও বা 'রক্ষণশীল পোপ বনাম উদারপন্থী পোপ' হিসেবে চিত্রিত হয়। রক্ষণশীল—এবং মার্টিনিরে অলৌকিক ঘটনাটির ব্যাখ্যানুযায়ী 'ভাল পোপ'—তার ধারণার ভিত্তি স্থাপন করলে প্রথম ভ্যাটিকান কাউন্সিলের উপর, যা ভ্যাটিকান। নামেও পরিচিতি; এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৮ ডিসেম্বর ১৮৬৯ থেকে ২০ জুলাই ১৮৭০ পর্যন্ত, পোপ পায়াস নবমের আহ্বানে, এবং এর মূল লক্ষ্য ছিল পোপীয় অপ্ৰমাদযোগ্যতার মতবাদ নির্ধারণ করা ও সবে সময় ক্যাথলিক চার্চের সামনে থাকা নানা ধর্মতাত্ত্বিক ও মতবাদগত বিষয় নিয়ে সুরাহা করা। দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল, যা সাধারণভাবে ভ্যাটিকান II নামে পরিচিতি, অনেকে পরে, ১১ অক্টোবর ১৯৬২ থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এটি আহ্বান করছিলেন পোপ জন তইশতম, এবং জন তইশতমের মৃত্যুর পর পোপ পল ষষ্ঠ এটি চালিয়ে যান।

মার্টিনিরে ভাষ্যে, 'ক্যাথলিকধর্মে অন্তিম দিন' বলতে বোঝায়—প্রথম ভ্যাটিকান পরিসদে ঘোষণা রোমান গরিজার অভ্যন্তরীণ ও প্রাধান্যের দাবির সঙ্গে ফরান্সিস, 'ওয়েক-পোপ', কর্তৃক প্রদর্শিত এবং দ্বিতীয় ভ্যাটিকান পরিসদে দলিলপত্রে প্রত্যাফলিত উদারনীতির সংঘাত। মার্টিনিরে মতে, গরিজা নিয়ন্ত্রণের এই দুই পন্থার দ্বন্দ্ববরে মধ্যই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, এবং যীশু ফরিয়ে এসে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, 'সং পোপ'-কে আশীর্বাদ করেন এবং ক্যাথলিক গরিজার সংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

দানিয়েল এগারোর তরো থেকে পনেরো পদে, ষোলো পদে উল্লিখিত রবিবার-আইনের অব্যবহতি পূর্ববর্তী ইতিহাসটি প্রক্সি যুদ্ধসমূহের তৃতীয় ও চূড়ান্ত যুদ্ধকে বর্ণনা করে। এটি সেই যুদ্ধ, যা এগারো ও বারো পদে পুতনের বিজয়ের পর সংঘটিত হয়; কিন্তু ঐ তিনটি পদে মধ্যবর্তী চৌদ্দ পদে চিহ্নিত করা হয়েছে, কখন ক্যাথলিকধর্ম শেষে দিনের ইতিহাসে প্রবেশ করে।

ইশাইয়ার মতে, বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের প্রতীকী সত্তার বছরে শাসনকালে 'রোমের বশেষ' বস্মিত থাকে। ৫৩৮ সালে পোপতন্ত্রের প্রথমবার পৃথিবীতে সংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়; তার সংহাসনারোহণের পূর্ববর্তী মাইলফলক ছিল ৫৩৩ সালে জাস্টিনিয়ানের ফরমান।

জাস্টিনিয়ানের ফরমানকে ঘিরে থাকা ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টিকারী ধর্মীয় বতিরকরে অবসান ঘটিয়ে তিনটি তার রাজ্যের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করতে চেয়েছিলেন। সেই বতিরকট ছিল—পূর্বের কনস্টান্টিনোপলের গরিজা নাকি পশ্চিমের রোমের গরিজা কথিত খ্রিস্টান গরিজার প্রধান। তরো নম্বর পদে, যুক্তরাষ্ট্রের শেষে প্রসেডিন্ট এমন এক বতিরকরে মুখোমুখি হবেন যা তাকে জাস্টিনিয়ানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য করবে, এবং ঘোষণা করবেন যে ক্যাথলিক গরিজাই সব গরিজার প্রধান এবং ধর্মদ্রোহীদের সংশোধনকারী, যাতে তার ক্ষমতা সুসংহত করতে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ফাতমির শয়তানি ভবিষ্যদ্বাণীগণের ওপর আমাদের কোনো আস্থা রাখা উচিত নয়, কিন্তু আমাদের কর্তব্য হলো ঈশ্বরের বাক্যে যা প্রকাশিত হয়েছে তা দেখা। বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর জন্মের দুই শতাব্দী তাদের তৃতীয় প্রজন্মে প্রবেশ করল, যা হলো সমঝোতার প্রজন্ম। রিপাবলিকান শতাব্দীর আর্থিক ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী ব্যাংকারদের হাতে সমর্পণ করল—যাদের বংশসূত্র অনুসরণ করলে পোপের আস্থা যায় 'রডে শলিড' বংশ, অর্থাৎ রথশলিডদের কাছে, এবং যাদের ইলুমিনাটি, ফ্রমিয়ারনরি, গোপন সমাজসমূহ ও জসেইট

আদর্শেরে সঙ্গে রহস্যময় যোগসূত্র রয়েছে। সিস্টার হোয়াইট সরাসরি এসব সত্তা সম্পর্কে সতর্ক করেন। একই সময়ে, প্রোটোস্ট্যান্ট শিং হিসেবে, লাওদকীয় অ্যাডভেন্টিজিম তার শক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বের শাসনব্যবস্থার হাতে সমর্পণ করছিল।

ঠিক সেই সময়কালেই, আধুনিক দক্ষিণের রাজার ইতিহাস রুশ বপিলবের মাধ্যমে শুরু হয়, এবং আধুনিক উত্তরের রাজার ইতিহাস ফাতমির অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে শুরু হয়। মালাচি মার্টিনি তাঁর বইয়ে যমেন জোর দিয়ে বলছেন, ভালো ও মন্দ পোপের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের বাইরে, ফাতমির বারতাগুলো সাধারণভাবে ক্যাথলিক ধর্মের নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে, এবং আরও নরিদ্বিষ্টভাবে রাশিয়ার নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে চিহ্নিত করছিল। ১৯১৭ সালে যার ভিত্তিতে পোপের পদক্ষেপে নেওয়ার কথা ছিল, সেই গোপন বারতায় একটি (শয়তান) প্রতিশ্রুতি ছিল—যদি পোপ একটি কিনকলভে আহ্বান করেন এবং রাশিয়াকে কুমারী মেরির প্রতি উৎসর্গ করেন, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে না। এতে আরও বলা হয়েছিল যে, পোপ যদি অস্বীকার করেন, রাশিয়া তার দর্শন দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দেবে এবং তখন আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাশিয়ার কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকিবাদের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ক্যাথলিকিবাদের প্রক্সি সিনোবাহিনী ছিলি নাৎসিজার্মানি। পাপাসির্বদাই প্রক্সি সিনোবাহিনী ব্যবহার করে। ১৯৩৩ সালে ক্যাথলিক চার্চ, কার্ডিনাল পাসলেলরি কার্যক্রমের মাধ্যমে, অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে একটি কিনকর্ডাট স্বাক্ষর করে, যা হিটলারকে জার্মানির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম করে; এবং হিটলারের নিজের সাক্ষ্য অনুযায়ী, সেই চুক্তি (কিনকর্ডাট)ই ছিলি যা হিটলারকে ইহুদি প্রশ্নের সমাধান করতে সক্ষম করছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসরি ছিলি নাস্তিকতাবাদী রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাপাসরি প্রক্সি; এবং প্রক্সি যুদ্ধগুলোর দ্বিতীয় যুদ্ধে, যা এখন ইউক্রনে সম্পাদিত হচ্ছে, তা আরেকটি নাৎসি প্রক্সি সিনোবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

এই দুইটি মহা ভ্রান্তি—আত্মার অমরত্ব এবং রববারের পবিত্রতা—এর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার প্রতারণার অধীনে আনবে। প্রথমটি যখন আধ্যাত্মবাদে ভিত্তি স্থাপন করে, সখনে দ্বিতীয়টি রোমের সঙ্গে সহানুভূতির বন্ধন গড়ে তোলে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটোস্ট্যান্টরা সবার আগে ব্যবধানের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আধ্যাত্মবাদে হাত ধরবে; তারা অতল গহ্বরের ওপর দিয়ে পৌঁছে রোমান ক্রমতার সঙ্গে হাত মেলবে; এবং এই ত্রিবিধি জোটের প্রভাবে, এই দেশে বিকিরে অধিকারের ওপর পদদলন করে রোমের পথই অনুসরণ করবে।

যত বেশি আত্মবাদ এই যুগের নামমাত্র খ্রিস্টধর্মকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুকরণ করে, তত বেশি তা মানুষকে প্রতারিত ও ফাঁদে ফেলার ক্ষমতা অর্জন করে। শয়তান নিজের আধুনিক প্রথা অনুসারে 'ধর্মান্তরিত' হয়েছে। সে আলোর স্বর্গদূতের রূপে আবির্ভূত হবে। আত্মবাদে মাধ্যমে অলৌকিক কাজ সাধিত হবে, রোগীরা আরোগ্য লাভ করবে, এবং বহু অস্বীকার্য বস্তু সম্বন্ধ হব। আর যহেতু আত্মারাই বাইবেলে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দেবে এবং গরিজার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করবে, তাদের কাজকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

স্বঘোষিত খ্রিস্টান ও অধার্মিকদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা এখন প্রায় চহ্নিত করা যায় না। গরিজার সদস্যরা জগৎ যা ভালোবাসে, সটোই ভালোবাসে এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত; আর শয়তান তাদের সবাইকে এক দহে একত্রিত করার সংকল্প করে এবং এভাবে সকলকে সপরিচিয়ালজিমের শবিরিে ভড়িয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করে। পাপালপন্থীরা, যারা অলোককিতাকে প্রকৃত গরিজার নশ্চিত চহ্নিত বলে গরব করে, এই আশ্চর্য-কার্যকারী শক্তিদ্বারা সহজেই প্রতারিত হব; আর প্রোটস্টেট্যান্টরাও, সত্বরে ঢাল ফলেে দিয়ে, প্রতারিত হব। পাপালপন্থী, প্রোটস্টেট্যান্ট এবং জগৎসকত—সকলেই শক্তহীন ধার্মিকতার কবেল বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করব, এবং তারা এই ঐক্যে বশিবকে ধরমান্তরিত করার ও দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সহস্রাব্দরে সূচনা ঘটানোর এক মহা আন্দোলন দেখব।

অধ্যাত্মবাদরে মাধ্যমে শয়তান মানবজাতির উপকারী হসিবে আবর্ভূত হয়, মানুষরে রোগব্যধি সারায়, এবং দাবি করে যে সে ধরমবশিবাসরে এক নতুন ও আরও মহমিন্ভিত ব্যবস্থা উপস্থাপন করছে; কনিতু একই সঙ্গে সে ধবংসকারীর কাজই করে। তার প্রলোভন অসংখ্য মানুষকে সর্বনাশরে দকিে নিয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য বচারবুদ্ধিকে সংহাসনচয়ুত করে; তারপর ইন্দ্রয়িসুখে লপিততা, কলহ ও রক্তপাত আসে। শয়তান যুদ্ধে আনন্দ পায়, কারণ যুদ্ধ আত্মার নক্শ্চিতম প্রবৃত্তিগুলিকে উসকে দেয় এবং পাপ ও রক্তে নমিজুজিত তার শকারদেরে শাশ্বততার দকিে বয়ে নিয়ে যায়। জাতিকিকে পরস্পরে বরিদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করাই তার উদ্দেশ্য, কারণ এর ফলে সে মানুষদেরে মন ঈশ্বরে দবিসে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুতির কাজ থেকে বচিয়ুত করতে পারে।

শয়তান প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকেও কাজে লাগায়, অপ্রস্তুত আত্মাদেরে ফসল ঘরে তুলতে। সে প্রকৃতির গবেষণাগাররে গোপন রহস্য অধ্যয়ন করছে, আর ঈশ্বর যতদূর পর্যন্ত অনুমতি দনে, ততদূর প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর ওপর নয়িন্ত্রণ প্রতষ্টিায় তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। যখন তাকে ইয়োবকে কষ্ট দিতে অনুমতি দেওয়া হযছিল, কত দ্রুত পশুপাল ও গবাদিশু দাস-দাসী, ঘরবাড়ি, সন্তান—সবই ঝড়রে মতো উড়ে গেলে; মুহূর্তরে মধ্যে একরে পর এক বপিদ এসে পড়ল। ঈশ্বরই তাঁর সৃষ্টিদেরে ঢাল হযে ধবংসকারীর ক্ষমতা থেকে তাদেরে চারদকিে বড়ো দিয়ে রক্ষা করনে। কনিতু খ্রিস্টীয় জগৎ যহিবোর ব্যবস্থার প্রতাবিজ্ঞা দেখেছে; আর প্রভু যা ঘোষণা করছেন, তনি ঠকিতা-ই করবনে—তনি পৃথবী থেকে তাঁর আশীবাদ তুলে নবনে এবং যারা তাঁর ব্যবস্থার বরিদ্ধে বদিরোহ করছে এবং অন্যদেরেও একই কাজ করতে শেখাচ্ছে ও বাধ্য করছে, তাদেরে কাছ থেকে তাঁর রক্ষাকারী যতন সরিয়ে নবনে। যাদেরে ঈশ্বর বিশেষভাবে রক্ষা করনে না, তাদেরে ওপর শয়তানরেই নয়িন্ত্রণ থাকে। নিজরে উদ্দেশ্য সাধনরে জন্য শয়তান কারও প্রতানুগ্রহ দেখাবে ও তাদেরে সমৃদ্ধ করবে, আর অন্যদেরে ওপর বপিদ ডেকে আনবে এবং মানুষকে বশিবাস করাযে যে ঈশ্বরই তাদেরে কষ্ট দিচ্ছেনে। দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৫৮৮, ৫৮৯.